তরুণদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে মেহেরপুরে চাকরি মেলার উদ্বোধন

তরুণ-তরুণীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে মেহেরপুরে অনুষ্ঠিত হয়েছে চাকরি মেলা-২০২৬। রবিবার সকালে শহরের পৌর কমিউনিটি সেন্টারে এ মেলার আয়োজন করে দারিদ্র্য বিমোচন সংস্থা, মেহেরপুর। এতে কারিগরি ও আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)।

মেহেরপুর দারিদ্র্য বিমোচন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মো. আবু জাফরের সভাপতিত্বে মেলার উদ্বোধন করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম।

উদ্বোধনী বক্তব্যে তরিকুল ইসলাম বলেন, সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষ জনবলের চাহিদা রয়েছে। এই চাকরি মেলার মাধ্যমে দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনে তরুণরা উৎসাহিত হবে। যোগ্যতা, দক্ষতা ও পরিশ্রমের মানসিকতা থাকলে কাউকে পিছিয়ে রাখা সম্ভব নয়। এ ধরনের উদ্যোগের জন্য তিনি দারিদ্র্য বিমোচন সংস্থাকে ধন্যবাদ জানান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন মেহেরপুর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ড. প্রকৌশলী শামিম হোসেন এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মেহেরপুরের উপ-পরিচালক এস.এম. ওবায়দুল বাসার।

বক্তারা বলেন, শুধু প্রশিক্ষণ গ্রহণ করলেই হবে না, সেই দক্ষতাকে কাজে লাগাতে হবে। প্রশিক্ষণ কাজে লাগাতে পারলেই একজন ব্যক্তি যোগ্য নাগরিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন। তারা মেহেরপুরে শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানান, যাতে জেলার বেকার যুবকরা নিজ এলাকাতেই কর্মসংস্থানের সুযোগ পান।

চাকরি প্রত্যাশী মো. নাসিম বলেন, পড়াশোনা শেষ করে দীর্ঘদিন ধরে বেকার রয়েছেন। এই মেলার মাধ্যমে একটি চাকরি পেলে পরিবারের দায়িত্ব নিতে পারবেন।

আরেক চাকরি প্রত্যাশী আরিফুল বলেন, বর্তমান আয়ে পরিবারের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। এই মেলা থেকে চাকরি পেলে জীবনে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ তৈরি হবে।

সুমাইয়া রহমান বলেন, দারিদ্র্য বিমোচন সংস্থার এ উদ্যোগের মাধ্যমে জেলার বেকার যুবকরা কর্মসংস্থানের সুযোগ খুঁজে পাবে এবং স্বাবলম্বী হতে পারবে।

আয়োজকরা জানান, এ ধরনের চাকরি মেলার মাধ্যমে বেকারত্ব হ্রাসের পাশাপাশি দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা সম্ভব হবে।

অনুষ্ঠান শেষে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম ও অতিথিরা বেলুন উড়িয়ে চাকরি মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

এ সময় দারিদ্র্য বিমোচন সংস্থা ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

তরুণ-তরুণীদের কর্মসংস্থানে নতুন উদ্যোগ

কোনো ধরনের অভিজ্ঞতা ছাড়াই, শুধু একটি বায়োডাটা জমা দিয়েই মিলতে পারে চাকরি, এমন আশাতেই জেলার তিনটি উপজেলা থেকে হাজারো তরুণ-তরুণী ছুটে এসেছেন চাকরি মেলায়। আর চাকরি দিতে প্রথমবারের মতো চাকরি প্রত্যাশীদের দোরগোড়ায় এসেছে বিভিন্ন নামকরা প্রতিষ্ঠান।

“এই চাকরি মেলার মাধ্যমে প্রত্যন্ত এলাকার তরুণরা চাকরির সুযোগ পাচ্ছে, পাশাপাশি কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে ব্যবহারিক ধারণাও অর্জন করছে।” চাকরির আশায় চোখে স্বপ্ন, হাতে বায়োডাটা—এমন দৃশ্যই দেখা গেছে মেহেরপুরের কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের (টিটিসি) ক্যাম্পাসজুড়ে।

‘তারুণ্যের উৎসব ২০২৫’ উপলক্ষে মেহেরপুরে দুই দিনব্যাপী এই চাকরি

মেলায় ভিড় জমিয়েছেন জেলার হাজারো বেকার তরুণ-তরুণী। গতকাল বুধবার সকালে মেলার উদ্বোধনের পর থেকেই চাকরি প্রত্যাশীদের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায়। প্রাণ, আরএফএল, এসিআইসহ দেশের স্বনামধন্য ৯টি বেসরকারি চাকরিদাতা প্রতিষ্ঠান মেলায় অংশ নেয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের স্টলে গিয়ে তরুণরা নিজেদের বায়োডাটা জমা দেন। আয়োজকদের তথ্যমতে, মেলার প্রথম দিনেই জমা পড়েছে প্রায় হাজারেরও বেশি বায়োডাটা। এর মধ্যে তিনটি প্রতিষ্ঠান সরাসরি ৭০ জন চাকরি প্রত্যাশীর চাকরি নিশ্চিত করেছে। যাচাই-বাছাই শেষে নির্বাচিত অন্যান্য প্রার্থীদেরও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে দক্ষতার ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হবে।

মেলার প্রথম দিনে প্রাণ-আরএফএল, এসিআইসহ তিনটি কোম্পানী থেকে ৭০ জন আবেদনকারীকে চাকুরি দিয়েছেন। আগামীকাল সকাল থেকেই অন্যান্য প্রার্থীদের ডাকা হবে বলে জানিয়েছেন কোম্পানীর প্রতিনিধিরা।

চাকুরি প্রত্যাশী জুলেখা আক্তার, শাহাজান আলী ও আব্দুর রহমান জানান, “চাকরি মেলার মাধ্যমে বেকারদের জন্য একটি ভালো কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে। অনেকেই এখান থেকে চাকরি পাচ্ছেন। ভবিষ্যতে এ ধরনের মেলার সংখ্যা আরও বাড়ানো উচিত।” তারা এধরনের মেলা প্রতিবছরই করার আহবান জানিয়ে বলেন, এধরণের আয়োজন বেকার যুবক যুবতীদের মাঝে নতুন আশা জাগাবে।

মেহেরপুর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) জব রিপ্লেস অফিসার মেহফুজ আহমেদ বলেন, “মেহেরপুরের প্রত্যন্ত এলাকার তরুণদের জন্য এই চাকরি মেলা নতুন এক সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছে। শুধু চাকরির সুযোগ নয়, কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের ক্ষেত্রও তৈরি হয়েছে এমেলার মাধ্যমে।”

আতিথেয়তা, আইটি, নির্মাণ, তৈরি পোশাক, কেয়ারগিভিংসহ বিভিন্ন খাতের ৩০টির বেশি প্রতিষ্ঠান অংশ নেয়। আয়োজকেরা বলেন, এই মেলা দক্ষ তরুণুতরুণীদের সঙ্গে নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর সরাসরি যোগাযোগের সুযোগ সৃষ্টি করেছে—যা স্থানীয়ভাবে কর্মসংস্থানের নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে।

আয়োজকদের আশা, এই চাকরি মেলার মাধ্যমে অন্তত সাড়ে ছয় হাজার তরুণ-তরুণী তাদের কাঙ্ক্ষিত কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে বলে আশা ব্যক্ত করে মেহেরপুর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) অধ্যক্ষ ড. প্রকৌশলী মো. শামীম হোসেন বলেন, “চাকরি মেলার মাধ্যমে

চাকরি প্রত্যাশীরা তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবেন। এই মেলা চাকরির পাশাপাশি দক্ষতা ও সুযোগের মধ্যে একটি কার্যকর সেতুবন্ধন তৈরি করেছে। বিশেষ করে নারীদের কর্মসংস্থ’◌ান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এটি একটি ইতিবাচক উদ্যোগ। এছাড়া আমাদের প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন—দক্ষতাকে টেকসই জীবিকায় রূপান্তরিত করার পথে এটি এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। আমাদের লক্ষ্য মেহেরপুরের তরুণসমাজকে কর্মমুখী ও উদ্যোক্তায় পরিণত করা।’

তরুণ ভোটাররা প্রভাব ফেলবে নির্বাচনে

যতই দিন ঘনিয়ে আসছে ত্রয়োদশ নির্বাচন নিয়ে মানুষের মঝে বাড়ছে নির্বাচনী উত্তাপ। আগামী বছর ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম প্রান্তিকে জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। এলক্ষ্যে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের প্রস্তুতি নিতে রাতদিন মাঠে কাজ করে যাচ্ছে।

গত ৩ নভেম্বর বিএনপির পক্ষ থেকে ২৩৭ জন এবং ৩৬জনের সম্ভাব্য প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে। সেই তালিকায় ঝিনাইদহ জেলার মাত্র ১টি আসনের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে। বাকী ৩টি অসনের প্রার্থীর নাম চুড়ান্ত না করায় বিএনপির মধ্যে অস্বস্তি দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে ঝিনাইদহ-২ আসনে বিএনপির মধ্যে এই বিষন্নতা বেশি দানা বাধার কারণ হলো সমমনাদের নিয়ে জোটগত ভাবে নির্বাচন করার ঘোষণাকে কেন্দ্র করে।

চুড়ান্ত প্রার্থী ঘোষণা না হলেও অনেকে মনে করছেন স্বৈরাচার হাসিনা সরকারের পতনের সময় যুগপথ আন্দোলনের শরিক বাংলাদেশ গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খানকে এই আসনটি ছেড়ে দিতে পারে। আবার বিএনপি তৃনমূল নেতা কর্মীরা মনে করেণ ঝিনাইদহ-২ আসনটি জেলার রাজনীতিতে ব্যাপক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে, ফলে নমিনেশন যদি অন্য দলকে দেয়া হয় তাহলে জেলার রাজনীতিতে বিএনপির উপরে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে, দলে বিভক্তি রাড়বে। এমনকি এই ছিট বিএনপির

পারেন, জনগণ যাকে বেছে নিবেন তিনিই নির্বাচিত হবেন। তিনি এই সরকারের অধিনে নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে হবে বলে বিশ্বাস করেন। তবে এবছর নতুন ভোটাররা নির্বাচনে জয়পরাজয়ে ব্যাপক প্রভাব ফেলবে। সাধারণ ভোটারদের ধারণা শেষমেষ বিএনপি জামায়াতের মধ্যেই এই আসনে জয়-পরাজয়ের লড়াই হবে।

মুজিবনগরে ৩ দিনব্যাপী তরুণ নেতৃত্ব বিকাশ বিষয়ক প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠিত

মুজিবনগরে ৩ দিনব্যাপী তরুণ নেতৃত্ব বিকাশ বিষয়ক প্রশিক্ষণ সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। এফসিডিও’র অর্থায়নে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের মাল্টি-স্টেকহোলডার ইনিশিয়েটিভ ফর পিস অ্যান্ড স্ট্যাবিলিটি-এমআইপিস প্রকল্পের আওতায় এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

মুজিবনগর উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসের সেমিনার কক্ষে গত শনিবার থেকে গতকাল সোমবার পর্যন্ত ৩ দিন সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত “তরুণ নেতৃত্ব বিকাশ” বিষয়ক প্রশিক্ষণ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

প্রশিক্ষণে রাজনৈতিক, সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবামূলক যুব সংগঠনের প্রতিনিধি এবং ইয়ুথ পিস এ্যাম্বাসেডর গ্রুপ (YPAG) এর সদস্য, ৮ জন নারী ও ১০ জন পুরুষ যুব প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন, যাদের মাধ্যমে অগামিতে সম্প্রীতির মুজিবনগর গড়ে তুলতে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করা হবে। ৩ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে গণতন্ত্র, নাগরিক অধিকার, আত্মপরিচয়, কার্যকর যোগাযোগ, নেতৃত্ব বিকাশ এবং দলগঠনের কৌশলসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

প্রশিক্ষনার্থীদের ৩ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করেন, এমআইপিএস প্রকল্পের ট্রেনিং অফিসার মনিরুজ্জামান, খুলনা ক্লাস্টারের এরিয়া কো-অর্ডিনেটর এস.এম. রাজু জবেদ এবং ট্রেনিং & ক্যাপাসিটি

বিল্ডিং এক্সপার্ট সৈয়দ আমিনুর রহমান। সার্বিক ব্যাবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন, এমআইপিএস প্রকল্পের যশোর রিজিওনের ফিল্ড কোঅর্ডিনেটর আশরাফুজ্জামান, পিএফজি সমন্বয়কারি ওয়াজেদ আলি খান ও ওয়াইপিএজি সমন্বয়কারি রিয়াজ শেখ।

প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে অংশগ্রহণকারীরা একটি সোশ্যাল অ্যাকশন প্রজেক্ট গঠন করেন, যা তাদের অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতাকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রদান করবে।

সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণের অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষনার্থীরা অভিজ্ঞতা শেয়ার করে জানান, এই প্রশিক্ষণ তাদের নেতৃত্ব গুণাবলি বিকাশে নতুন দিক উন্মোচন করেছে। উপস্থিত সকলেই এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি তরুণ নেতৃত্ব বিকাশে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সমাপনীর দিনে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষনার্থীদের হাতে প্রশিক্ষণ সনদ তুলে দেওয়া হয়।

আলমডাঙ্গায় সড়ক দুর্ঘটনায় তরুণ রাকিবের মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় রাকিব হোসেন
(১৮) নামে এক তরুণের মৃত্যু হয়েছে।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার গাংনি গ্রামের মো. হাসান উদ্দিনের ছোট ছেলে রাকিব হোসেন গাংনি থেকে চুয়াডাঙ্গার দিকে যাচ্ছিলেন।

গতকাল শুক্রবার বেলা দেড়টার দিকে গাংনি পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের কাছে তার মোটরসাইকেলের সঙ্গে চুয়াডাঙ্গা থেকে দ্রুতগামী একটি যাত্রীবাহী বাসের সংঘর্ষ হয়।

স্থানীয় লোকজন রাকিবকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে স্থানান্তরের পরামর্শ দেন। তবে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু

হয়।

দর্শনায় তরুণ আবিষ্কারক জাহিদকে সম্মানস্বরূপ আর্থিক সহায়তা দিলেন পৌর প্রশাসক

দর্শনা সরকারি কলেজের মেধাবী শিক্ষার্থী এবং তরুণ বিজ্ঞানী জাহিদ হাসান জিহাদকে তার উদ্ভাবনী কাজের স্বীকৃতি হিসেবে সম্মানস্বরুপ আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে দর্শনা পৌরসভা। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে পৌরসভা কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে পৌর প্রশাসক কে এইচ তাসফিকুর রহমান এই অর্থ সহায়তা জিহাদের হাতে তুলে দেন।

তিনি বলেন, এ ছোট ছেলেটি নিজের মেধাকে কাজে দেশসেরা উদ্ভাবক নির্বাচিত হয়েছেন। সে আজ দেশের সম্মান বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে মালয়েশিয়ায় যাচ্ছেন। তার রোবটিক উদ্ভাবন শক্তি দ্বারা সে যেন দেশের সম্মান আরও বৃদ্ধি করতে পারে সেই দোয়া করি। আমাদের ক্ষুদে বিজ্ঞানীরাই একদিন নতুন নতুন আবিষ্কারের মাধ্যমে বাংলাদেশকে বিশ্ব দরবারে অন্যরকম উচ্চতায় নিয়ে যাবে। জিহাদের মতো প্রতিভাবান তরুণদের পাশে থাকতে পেরে দর্শনা পৌরসভা গর্বিত। তার স্বপ্ন পূরণে আমরা সবসময় সহযোগিতা করব।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন, পৌর সচিব সাজেদুল আলম, পৌর হিসাবরক্ষক আরিফিন হোসেন, করনির্ধারক জাহিদুল ইসলাম, উচ্চমান সহকারী শাহ আলম, প্রধান সহকারী রুহুল আমিনসহ অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দ।